Faruque Hassan
President

MADE IN BANGLADESH WEEK
12-18 November 2022, Dhaka

BGMEA

বিজ্ঞপ্তি নং- বিজিএ/সিএমসি/২০২৩/১৪৮

তারিখঃ ১৯ জুন, ২০২৩

বিষয়ঃ আসন্ন ঈদ উল আযহা'২৩ উপলক্ষ্যে পোশাক শিল্পের শ্রমিক-কর্মচারীদের বেতন বোনাস ও ছুটি প্রদান প্রসঙ্গে।

প্রিয় সহকর্মী,

আস্সালামু আলাইকুম,

আপনারা অবগত আছেন যে, ঈদ উল আযহা'২৩ আগামী ২৯শে জুন'২৩ (বৃহস্পতিবার) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আসন্ন ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বোনাস এবং ছুটি প্রদান বিষয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বেগম মুন্নুজান সুফিয়ান এম,পি এর সভাপতিত্বে টিসিসি (আরএমজি) এর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

ক) **জুন/২০২৩ মাসের ১৫দিনের বেতন ও ঈদ বোনাস আসন্ন ঈদ-উল-আযহার ছুটির পূর্বেই পরিশোধ করতে হবে।**

খ) **মালিক-শ্রমিক উভয়ের মধ্যে আলোচনা ও সম্মতির ভিত্তিতে সরকারী ছুটির সাথে সমন্বয় করে আসন্ন ঈদ-উল-আযহার ছুটির পরিমান ও ছুটি প্রদানের তারিখ নির্ধারন করতে হবে।**

রপ্তানীমূখী তৈরী পোশাক শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিরাপদে গ্রামের বাড়ীতে যাওয়া-আসা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নে কতিপয় নির্দেশনা অনুসরন করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ জানাচ্ছিঃ

১. ঈদের ছুটিতে সড়ক, রেল এবং লঞ্চ যাত্রায় একই দিন অতিরিক্ত শ্রমিকের চাপ কমানোর লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিজিএমইএ কে ধাপে ধাপে শ্রমিকদেরকে ঈদের ছুটি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

২. স্ব স্ব কারখানা, নিজস্ব শিপমেন্ট, কার্যাদেশ, প্রোডাকশনের সাথে সমন্বয় করে, যদি সুযোগ থাকে ঈদের ২/৩ দিন পূর্বে শ্রমিকদের ছুটি প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৩. কারখানা কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন, বিভিন্ন সরকারী/সাপ্তাহিক ছুটির দিনে শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করে জেনারেল ডিউটি করিয়ে সমন্বয় করতে পারবেন।

৪. ঈদের আগে শেষ কর্মদিবসে শ্রমিকদের ছুটির প্রাক্কালে, মাল বোঝাই করা ট্রাকে যাতায়াত না করা, অতিরিক্ত যাত্রী না হওয়া, তাড়াহুড়া করে রাস্তা পারাপার না করা, রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক রেখে ফুটপাত দিয়ে পায়ে হাঁটা, সাধারন মানুষের যাতায়াত/চলাচল বিঘ্ন না করা, অপরিচিত লোকের কাছ থেকে কিছু না খাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে স্বচেতনতামুলক সতর্কতা শ্রমিকদেরকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৫. শেষ কর্মদিবসে শ্রমিকগণ নিরাপদে গ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে কারখানা কর্তৃপক্ষ ৮/১০ জনের টীম গঠন করে (ইউনিফরম ও আইডি কার্ড প্রদর্শণ করে) স্থানীয় ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট এর সাথে সহযোগীতা করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৬. গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট মোতাবেক তৃতীয় কোন পক্ষ শ্রম অসন্তোষ হওয়ার মত ঘটনা ঘটানোর চেষ্টা করতে পারে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার কারখানায় শ্রম অসন্তোষ সংঘটিত হতে পারে এ ধরনের কোন সিদ্ধান্ত ঘোষনা করার পূর্বে, প্রয়োজনে স্থানীয় আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, কলকারখানা অধিদপ্তর অথবা বিজিএমইএ এর সাথে আলোচনা করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

আপনাদের সার্বিক সহযোগীতা একান্ত কাম্য,

ধন্যবাদান্তে,

ফারুক হাসান
সভাপতি, বিজিএমইএ